দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 9 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র নামধারীদের গুণ্ডামি বন্ধ করতে হবে

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

ইনকিলাব : সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, ছাত্র নামধারীদের গুণ্ডামি বন্ধ করতে হবে। সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ কঠোর হস্তে দমন করা হবে। ধর্মের নামে কোন সন্ত্রাস করতে দেয়া হবে না। ছাত্রলীগসহ অন্য যে কোন দলের নেতাকর্মী সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত হলে কঠোর হস্তে দমন করা হবে, আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে। ছাত্র রাজনীতির নামে যা হচ্ছে তা ছাত্র রাজনীতি নয়। তিনি বলেন, এক বছরে মহাজোট সরকার সার্বিকভাবে সফল হয়েছে। তবে শতভাগ সফল হয়নি। যেসব ক্ষেত্রে সফল হওয়া যায়নি সেসব ক্ষেত্রে সফলতার জন্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সফলতার এ ধারা আগামী চার বছর অব্যাহত রাখা হবে। গতকাল সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সরকারের এক বছর পূর্তি ও দলীয় মুখপত্র 'উত্তরণ' প্রকাশনা উপলক্ষে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বিরোধী দল বিএনপিকে সংসদে যোগ দেওয়ার আহবান

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

ছাত্র নামধারীদের গুণ্ডামি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানিয়ে বলেন সংসদে যোগ না দিয়ে সকল সুযোগ-সুবিধা বেতন-ভাতা তারা নিচ্ছেন। দেশের জনগণ তাদের ভোট দিয়েছে সংসদে এসে কথা বলতে, কিন্তু তারা তা না করে বেতন-ভাতা দিয়ে বিদেশ ভ্রমণ এবং নতুন গাড়ী ক্রয় করতে বদ্ধপরিকর। তারা সংসদীয় কমিটিতেও যোগ দিচ্ছেন। আসছেন না শুধু অধিবেশন কক্ষে। আপনারা সংসদে ফিরে আসুন। আশা করছি এ অধিবেশনে বিরোধী দল সংসদে ফিরে আসবেন। মহাজোট সরকারের এক বছরের পূর্তিতে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার জরিপের তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে সংবাদপত্রের মূল্যায়ন- মেজরিটি জনগণ সরকারের কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সফলতার সঙ্গেই দেশ পরিচালনা করছে। দেশের ৫৬ ভাগ জনগণ বলেছেন, এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগকেই ভোট দেবেন। গত নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের ভোট ছিল ৪৮ দশমিক ৭ ভাগ, এখন তা দাঁড়িয়েছে ৫৬ ভাগে। বিএনপির ছিল ৩২ এখন ২৫-এ নেমেছে। তিনি বলেন, বিগত সামরিক সরকার ও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বিচার বিভাগ, জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সঠিকভাবে চলতে দেয়া হয়নি। সরকারের নানা সফলতা তুলে ধরে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমরা সরকারে এসে দ্রব্যমূল্য কমাতে সক্ষম হয়েছি। মূল্য সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি এবং মোটামুটি সফলও হয়েছি। সরকার দুর্নীতি দমনে আন্তরিক। সরকার পরিচালনায় গত এক বছরে সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে কোন রকম দুর্নীতির অভিযোগ কেউ করতে পারেনি। টিআই রিপোর্টে বাংলাদেশ দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছে। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি দমনের কার্যক্রম প্রথম দিকে ঠিক ছিল। পরে এটি রাজনৈতিক নির্যাতনে পরিণত হয়েছিল। অনেকেই নির্যাতিত হয়েছেন। দুর্নীতি দমনের নামে দেশে একটি স্বৈরশাসকের শাসন কায়েম করা হয়েছিল। রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার মনে হয়, দেশে আবার ওয়ান-ইলেভেন যাতে আসে সেজন্য অনেকেই পানি ঘোলা করার চেষ্টা করছেন। তারাই একসময় জাতীয় সরকারের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, ক্রসফায়ার ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যেন বন্ধ হয় সেজন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করা যায় না। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আইনের শাসন হতে পারে না। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী প্রসঙ্গে সৈয়দ আশরাফ বলেন, পঞ্চম সংশোধনী এখনো সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন। আদালত পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করলে আমরা তা বাস্তবায়ন করবো। দলের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, দলের সাংগঠনিক অবস্থা বর্তমানে ভালো। আগামী ৩০ জানুয়ারী দলের বর্ধিত সভা ডাকা হয়েছে। আওয়ামী লীগের শরীক ১৪ দল দেশ পরিচালনায় মহাজোটের সাথে থাকবে। সংবাদ সম্মেলনের আগে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের মুখপত্র উত্তরণ-এর মোড়ক উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার রাতে এটি প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন দলের কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট আফজাল হোসেন ও নুরুল আলম লেনিন। প্রকাশনাটিতে দেশ পরিচালনায় সরকারের গত এক বছরের নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দলের নির্বাচনী ইশতেহার, বঙ্গবন্ধু ও দলের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এডভোকেট আফজাল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, উপ-দপ্তর সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস, কেন্দ্রীয় নেতা সুজিত রায় নন্দি প্রমুখ।